পলাশী বিপর্যয়ের ২৫০ বছর
নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন
চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–২

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–৩

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–৪

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–৫

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–৬

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–৭

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–৮

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–৯

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–১০

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–১১

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–১২

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–১৩

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–১৪

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন–১৫

পলাশী বিপর্যয়ের ২৫০ বছর

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র

সম্পাদনা

আবু রিদা

পলাশী বিপর্যয়ের ২৫০ বছর
নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র
সম্পাদনা : আবু রিদা

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২৪

রোদেলা ৬৮৯

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

বইবাংলা
স্টল নং ১৭ ব্লক, ২ সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৪৮/৩ জাস্টিস লাল মোহন দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

Nobab Sirajudowla Poton Chokranto O Shorojontra
Edited by Abu Ridha
First Published Ekushe Boimela 2024
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. **400**.00 Only US $ 10.00
ISBN : 978-984-97380-8-4 Code : 689

সূচি

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বংশ ও কালানুক্রমিক তালিকা	০৯
মুর্শিদাবাদ নিযামত আমল	১৯
পলাশী ও আজকের পৃথিবী : বেঁচে থেকো স্বাধীন মানুষ	৪২
বাঙালির হৃদয়ে সিরাজউদ্দৌলা	৫০
পলাশীর ডায়েরি	৫৫
পলাশী যুদ্ধ না প্রহসন?	৭৩
নবাব সিরাজের পতনে বিশ্বাসঘাতক মানিকচাঁদ, উমিচাঁদ, নন্দকুমার ও অন্যান্যদের ভূমিকা	৯২
বণিক থেকে সম্রাট : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মদতদাতা শক্তি এবং সিরাজ-উদ-দৌল্লার পতনের ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপ	১১০
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গ-দখল ও মুসলিম শাসন অবসানের পটভূমি	১২৮
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কীর্তি-কাহিনী	১৯৩
পলাশীর যড়ন্ত্র, মীরজাফর ও জগৎশেঠ গোষ্ঠী	২১২
সমৃদ্ধ মুসলিম ভারত এবং শোষিত, নির্যাতিত, দুঃর্ভিক্ষপীড়িত ব্রিটিশ ভারত	২১৭

সম্পাদকীয়

আবর্জনার স্তূপের তরলে অশনাক্ত শত-সহস্র নরককীট

ইতিহাসে ও জনমানসে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক নামে পরিচিত। এমনকি তাকে এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে লোকমুখে 'বিশ্বাসঘাতক'-এর প্রতিশব্দই যেন হয়ে উঠেছে 'মীরজাফর'। তবে মীরজাফর যে 'বিশ্বাসঘাতক' তা তো ইতিহাস-নিংড়ানো সত্য। এতে তো আর সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। কিন্তু এর থেকেও অপ্রিয় সত্যটা সমাধিস্থ ইতিহাসের গভীরে। আসলে মীরজাফরকে শিখণ্ডী বানানো হয়েছে। লোভ-লালসার পঙ্কিল সাগরে নিমজ্জিত করে তাকে উপহার দেওয়া হয়েছে প্রতারণার মসনদ। আর তিনি লুফে নিয়েছেন সেই মসনদ। অন্যদিকে, মসনদের অগণিত উপহারদাতারাই নেড়েছেন যাবতীয় কলকাঠি পর্দার অন্তরালে থেকে। পর্দা উন্মোচন করে এই অগণিত উপহারদাতাদেরই জনসমক্ষে প্রদর্শন করার প্রয়াস এই বই।

অন্যকথায়, মীরজাফর ছিলেন 'অর্বাচীন নর'। এই 'অর্বাচীন নর'-কে নাচিয়েছে এক বিরাট সংখ্যক 'দক্ষ বাজিগর'। এই বিশার সংখ্যক 'দক্ষ বাজিগর' গোষ্ঠী আত্মগোপন করে থেকে গেছে ইতিহাসের পাতার সমাধির গর্ভে। এই দক্ষ বাজিগরদের শনাক্তকরণের ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে এই বইয়ের সর্বপরিসরে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম শহীদ নবাব সিরাজউদদ্দৌলার অপসারণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পুতুল-নবাব মীরজাফরের সিংহাসনারোহণের বকলমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গ দখল ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের ভরত আগ্রাসন–এইসব ঘটনাবলি এবং এর অগ্র-পশ্চাতে ও গর্ভে সংঘটিত তামাম ঘটনাবলি এক বিরাট পাহাড়সম আবর্জনাস্তূপ। এই আবর্জনাস্তূপের বিশ্রী নোংরা পঙ্কিলতার তরলে কিলবিল করে শত-সহস্র নরককীট। এই নরাধম নরককীটেরা এই কুৎসিত পঙ্কিলতার পচায় নিজেদের লুকিয়ে একজনকে ঠেলে তুলে দিয়েছে আবর্জনাস্তূপের শিখরে। আর যাবতীয় দোষ ও কলঙ্ক চাপিয়েছে তার ঘাড়ে। দৃশ্যমান এই 'একজন' হলেন বহুল প্রচারিত সেই মীরজাফর। তার নতুন পরিচয়ের তো আর দরকার নেই। আবর্জনাস্তূপে লুক্কায়িত অবশিষ্ট নরকীটদের খুটে খুটে বের করার অসমাপ্ত প্রয়াস এই সংখ্যার লাইনে লাইনে।

শুধু তাই নয়, এই নরকীটটেরা নিজেদের পর্বতশ্রেণি পরিমাণ দুর্নীতি, প্রতারণা, শঠতা, কেলেংকারি, অত্যাচার-নির্যাতন, দমনপীড়ন ও অনেকাংশে সাম্প্রদায়িকতাকে গোপন করতে ইতিহাস বিকৃতি করেছে। তামাম কলঙ্ক চাপিয়েছে মুসলিম শাসক, মুসলিম শাসনামল ও মুসলিমদের ওপর। অথচ গ্রিক-রোমান সভ্যতার পতনের পরে মধ্যযুগের হাজার বছর ধরে মুসলিমরা ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য জাতিরা ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে। এই দীর্ঘ সময় ধরে গোটা দুনিয়া জুড়ে জ্ঞানের কিরণ বিচ্ছুরণ করেছে একমাত্র মুসলিমরা। শাসন ক্ষমতায় থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলিমরা ছাড়া তৎকালীন বিশ্বের আর কোনো জাতি শাসনক্ষমতায় দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। বিজ্ঞানকে তারা উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক আবিষ্কারসমূহের খুব কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। এমনকি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হুন আক্রমণে আরব সভ্যতা বিধ্বস্ত না হলে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক আবিষ্কার পাওয়া যেত মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে সেই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতেই– এমন কথা উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞানের অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা। তবু কলঙ্কিত করা হয়েছে যে মুসলিমরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত মরচে-পড়া সংস্কৃতির অধিকারী ইত্যাদি বলে। এইসব অপবাদ ও কলঙ্কের রহস্য ভেদ করে প্রকৃত সত্যের কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে এই বই থেকে। তবে মুসলিমদের সমৃদ্ধ শিক্ষা ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রকাশিত হবে স্বতন্ত্র কিচু গ্রন্থ। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে আর তা হলো, মুসলিমরা যদি জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে এতই পিছিয়ে থেকে থাকে তাহলে তাজমহল নির্মিত হতো কীভাবে? যা অটুটভাবে দাঁড়িয়ে আছে চ্যালেঞ্জহীন হয়ে এই উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও! কেন বিশ্বে আর একটি দ্বিতীয় তাজমহল নির্মিত হতে পারল না? তা ছাড়া লালকিল্লা, কুতুবমিনার সহ ভারতবর্ষ ও গোটা বিশ্ব জুড়ে মুসলিমদের এমন অসংখ্য নির্মাণ রয়েছে যা তাদের উন্নত নির্মাণকৌশল ও প্রযুক্তির দৃষ্টান্ত।

মুসলিম শাসনামল ছিল সমৃদ্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা ও ইনসাফের যুগ। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আমল ছিল অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ, অন্যায়-অবিচার, গণহত্যা ইত্যাদি এবং সর্বোপরি নিরন্তর দুর্ভিক্ষের যুগ। এসব ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে।

কলকাতা

আবু রিদা

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বংশ ও কালানুক্রমিক তালিকা

মুসলিম আমলে ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত দুশো বছর বাংলা ছিল স্বাধীন। তখন বিভিন্ন বংশের সুলতানেরা এই দেশ শাসন করেন। এর আগে ও পরে বাংলা যখন দিল্লী-সালতানাত ও দিল্লি-বাদশাহীর অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য বা সুবেমাত্র, তখনকার শাসনকর্তাগণ বংশানুক্রমিকভাবে এখানে নিয়োজিত হননি। ১২০৩ সাল থেকে ১২২৭ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল খিলজীদের শাসন আমল। তখন চারজন শাসনকর্তা পাঁচটি 'টার্মে' বাংলা (লখনৌতি রাজ্য) শাসন করেন; তাঁরা ছিলেন পরস্পরের সহকর্মী বা সহযোদ্ধা– তাদের পরিচয় বংশানুক্রমিক ছিল না। মুগল যুগেও ১৫৬৭ সাল থেকে ১৭১৭ সাল পর্যন্ত সময়টাও বিভিন্ন শাসনকর্তা দিল্লি কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু ১৭১৭ সালের পর নবাব মুর্শিদ কুলী খানের সময় থেকে আবার বংশানুক্রমিক বা বংশ-সংশ্লিষ্ট শাসনের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিচে সুলতান বা নবাবদের বংশ বা কালানুক্রমিক পরিচয় তুলে ধরা হল।

(ক) মুবারক শাহী বংশের সুলতানগণ ও আলী শাহ্

নাম	শাসনকাল
১. ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ[১]	৭৩৯-৭৫০ হিজরী
২. ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ্[২] [(১)-এর পুত্র]	৭৫০-৭৫৩ হিজরী
৩. আলা-উদ-দীন আলী শাহ্[৩]	৭৪২-৭৪৩ হিজরী

(খ) ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল
৪. শাসস-উ-দীন ইলিয়াস শাহ্	৭৪৩-৭৫৯ হিজরী
৫. সিকান্দার শাহ্ [(৪)-এর পুত্র]	আনু. ৭৫৯-৭৯৩ হিজরী
৬. গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ [৫)-এর পুত্র]	আনু. ৭৯৩-৮১৩[৩] হিজরী
৭. সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ [(৬)-এর পুত্র	৮১৩-৮১৫ হিজরী
৮. শামস-উদ-দীন (?) মুহম্মদ শাহ্ [(৭)-এর পুত্র]	আনু. ৭৫৯-৭৯৩ হিজরী

(গ) বায়েজীদ শাহী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল
৯. শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্	৮১৫-৮১৭ হিজরী
১০. আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১ম) [৯)-এর পুত্র]	৭৫০-৭৫৩ হিজরী

(ঘ) রাজা গণেশ ও তার বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল
১১. রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব	৮১৮ হি.-৮২০-৮২১ হি.
১২. জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ [(১১)-এর পুত্র]	৮১৮-৮১৯ হিজরী ৮২১-৮৩৬ হিজরী
১৩. মহেন্দ্রদেব [(১১)-এর পুত্র]	৮২১ হিজরী
১৪. শামস-উদ-দীন আহ্মদ শাহ্ [(১২)-এর পুত্র]	আনু. ৮৩৮-৮৩৯ হিজরী

(ঙ) পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহ্মুদ শাহী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল
১৫. নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্	আনু. ৮৩৯-৮৬৪ হিজরী
১৬. রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ [(১৫)-এর পুত্র]	আনু. ৮৬০-৮৮১[৪] হিজরী
১৭. শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ [(১৬)-এর পুত্র]	৮৭৯-৮৮৫ হিজরী
১৮. সিকান্দার শাহ্ [(১৭)-এর পুত্র]	কিছুদিন
১৯. জালাল উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্ [(১৫)-এর পুত্র]	৮৮৬-৮৯৩ হিজরী

(চ) আবিসিনীয় সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল
২০. বারবক শাহ্ বা সুলতান শাহজাদা	৮৯৩ হিজরী (মাস ছয়েক)
২১. সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্	৮৯৩-৮৯৬[৫] হিজরী
২২. কুতুব-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ [(২১)-এর পুত্র]	৮৯৬ হিজরী
২৩. শামস-উদ-দীন মুজাফ্ফর শাহ্	৮৯৬-৮৯৮ হিজরী

(ছ) হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ

নাম	শাসনকাল
২৪. আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্	৮৯৮-৯২৫ হিজরী
২৫. নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্ [(২৪)-এর পুত্র]	৯২৫-৯৩৮[৬] হিজরী
২৬. আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (২য়) [(২৫)-এর পুত্র]	৯৩৮-৯৩৯ হিজরী
২৭. গিয়াস-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ [(২৪)-এর পুত্র]	৯৩৯-৯৪৫[৭] হিজরী

জ) মুর্শিদাবাদের নবাবগণ

নাম	শাসনকাল
২৮. নবাব মুর্শিদ কুলী জাফর খান	১৭১৭-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ
২৯. নবাব শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খান [(২৮)-এর জামাতা]	১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ
৩০. নবাব সরফরাজ খান [২৯-এর পুত্র, ২৮-এর দৌহিত্র]	১৭৩৯-১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ

৩১. নবাব আলীওয়ার্দী খান (নবাব সরফরাজকে যুদ্ধে হত্যা করে মসনদ অধিকার করেন)	১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ
৩২. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ [(৩১)-এর দৌহিত্র]	১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ
৩৩. নবাব মীর জাফর আলী খান [(৩১)-এর বৈমাত্রেয় বোনের স্বামী]	১৭৫৭-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ
৩৪. নবাব মীর কাশেম আলী খান [(৩৩)-এর জামাতা]	১৭৬০-১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ
৩৫. নবাব মীর জাফর আলী খান	১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে
৩৬. নবাব নাজিম নজম-উদ-দৌলাহ্ [৩৩)-এর পুত্র]	১৭৬৫-১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ
৩৭. নবাব নাজিম সাইফ-উদ-দৌলাহ্ [(৩৩)-এর পুত্র]	১৭৬৬-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ

মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তাদের কালাক্রমিক তালিকা

(ক) বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-কাল (১২০৩-১২২৭ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী (১২০৩-১২০৬)	সুলতান মুহম্মদ গুরীর প্রতিনিধি কুতুব-উদ-দীন আইবক
• মুহম্মদ শীরন খিলজী (১২০৬-১২০৮)	সুলতান কুতুব উদ-দীন আইবক (১২০৬-১২২১)
• হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী (১২০৮-১০)	– ঐ–
• হুসাম উদ-দীন আলী মর্দান খিলজী (১২১০-১২১২), হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী ওরফে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী (১২১২-১২২৭)	সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবকের পুত্র আরাম শাহ্, পরে জামাতা সুলতান ইলতুতমিশ বা আলতামাশ (১২১১-১২৩৬)

(খ) বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতি-কাল (১২২৭-১২৩৮ সাল) দিল্লির পূর্ণ আনুগত্য কাল (১২২৭-১২৭২)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ (১২২৭-১২২৯) (সুলতান আলতামাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র)	সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবকের পুত্র আরাম শাহ্, পরে জামাতা সুলতান ইলতুতমিশ বা আলতামাশ (১২১১-১২৩৬)
• দওলত শাহ্ বিন মওদুদ (১২২৯-এ কিছুদিন)	ঐ
• ইখতিয়ার-উদ-দীন বলখা খিলজী (১২৩০)	– ঐ–
• মালিক আলা-উদ-দীন জানী (১২৩১-১২৩২)	–ঐ–
• মালিক সাইফ-উদ-দীন আইবক (১২৩২-১২৩৫)	–ঐ–
• আওর খান (১২৩৫-এ কিছুদিন)	–ঐ–

• তুগরল তুগান খাঁ (১২৩৬-১২৪৫)	সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-৪০); তাঁর ভাই বাহরাম শাহ্ (১২৪০-৪২); অন্য ভাই মাসউদ শাহ্ (১২৪২-৪৬)
• মালিক ওমর খান কিরান (১২৪৫-১২৪৭)	সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ, সুলতান অলকাতাশের কনিষ্ঠ পুত্র (১২৪৬-১২৬৬)
• মালিক জালাল-উদী-দীন মাসুদ জ্ঞানী (১২৪৭-৫১)	–ঐ–
• মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইওজবক (১২৫১-৫৭)	–ঐ–
• মালিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-ইওজবকী (১২৫৭-৫৯)	–ঐ–
• মালিক তাজ-উদ-দীন আরসালান খাঁ (১২৫৯-৬৫)	–ঐ–
• তাতার খান (১২৬৫-৬৮)	সুলতান নাসির-উদ-দীনের শ্বশুর
• শের খান আমীন খান ও তুগরীল (১২৭২)	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

(গ) স্বাধীনতা প্রয়াস-কাল (১২৭২-১৩৩৮)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুলতান মুগীস-উদ-দীন তুগরীল (১২৭২-৮১)	–ঐ–
• সুলতান নাসির-উদ-দীন বুগরা খান (১২৮১-১২৯১) (সুলতান বলবনের দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র)	১২৮৭ সালে সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর বুগরা খানের পুত্র সুলতান কায়কোবাদ (১২৮৭-৮৯); সুলতান কায়কোবাদ পুত্র সুলতান কায়মোর্স (১২৮৯-৯০); অতঃপর সুলতান জালাল-উদ-দীন ফিরোজ খিলজী (১২৯০-৯৬)।
• সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১)	তান ফিরোজ খিলজী; অতঃপর ফিরোজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলা-উদ-দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬)
• সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ দেহলভী (১৩০১-১৩২২)	সুলতান আলা-উদ-দীন খিলজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুতুব-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩১৬-১৩২০)

• সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর বাহাদুর (১৩২২-১৩২৮)	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলক (১৩২০-১৩২৫); অতঃপর তাঁর পুত্র সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-১৩৫১)
• বাহরাম খান-সোনারগাঁও (১৩২৮-১৩৩৮)	নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম-রাখনৌতি আযম-উদ-মুল্‌ক-সাতগাঁও সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক

(ঘ) বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জনপদ (১৩৩৮-১৩৫২)

সোনারগাঁও

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৮)	–ঐ–
• সুলতান ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ্ (১৩৪৯-১৩৫২)	১৩৫২ সালে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮)

লাখনৌতি ও সাতগাঁও

(গ) স্বাধীনতা প্রয়াস-কাল (১২৭২-১৩৩৮)

- সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪২)
- সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-১৩৫২)

(ঙ) একীভূত স্বাধীন বাংলা সালতানাত (১৩৫২-১৫৩৮)

(এক) ইলিয়াস শাহী বংশ

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৫২-১৩৫৭);	১৩৮৮ সালে সুলতান ফিরোজ তুগলকের মৃত্যু হলে তাঁর বংশের ৫ জন দুর্বল সুলতান একের পর এক মসনদে বসেন। শেষের জনের নাম সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ (১৩৯৪-১৪১৩)।
• সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-১৩৯৩);	
• সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১১);	
• সুলতান সাইফ-উদ-দীন হামজাশাহ্ (১৪১১-১৪১২)	

(চ) ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থান প্রয়াস-কাল (১৪১২-১৪১৮ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্ (১৪১২-১৪১৫)	খিজির খান[৮] (১৩১০-১৩২১)

- সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৪১৫-এর কিছুদিন)
- রাজা গণেশ (বিশৃঙ্খলা পরিবর্তনসহ (১৪১৫-১৪১৮)

(ছ) আবার সালতানাত আমল (১৪১৮-১৪৩৫/৩৬ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ (১৪১৮-১৪৩৩)	খিজির খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুইজ-উদ-দীন মুবারক শাহ (১৩২১-১৩৩৪) মসনদে বসেন।
• সুলতান শামস্-উদ-দীন আহমদ শাহ্ (১৪৩৩-১৪৩৫/৩৬)	

(জ) পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমল (১৪৩৬-১৪৮৭ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ (১৪৩৬-১৪৫৯-৬০)	মুবারক শা'র ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ্ (১৪৩৪-১৪৪৪); তাঁর পুত্র আলা- উদ-দীন অলম শাহ্ (১৪৪৪-১৪৫১)। অতঃপর দিল্লির মসনদ অধিকার করেন বাহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯)।
• সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-৬০-১৪৭৪)	
• সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮১)	
• সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্ (১৪৮১-১৪৮৭)	

(ঝ) আবিসিনীয় শাসন আমল (১৪৮৭-১৪৯৩ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুলতান শাহ্‌জাদা বারবক শাহ (১৪৮৭-তে প্রায় ৬ মাস)	সুলতান বাহলুল লোদী
• সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৪৮৭-১৪৯০)	–ঐ–
• সুলতান কুতুব-উদ-দীন শাহ্ (১৪৯০-১৪৯১)	সুলতান সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
• সুলতান শামস-উদী-দীন মুজাফ্‌ফর শাহ্ (১৪৯১-১৪৯৩)	–ঐ–

(ঞ) হোসেন শাহী আমল (১৪৩৯-১৫৩৮ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)	১৫১৭ সালে সুলতান সিকান্দার লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র

• সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩১-৩২)	সুলতান ইবরাহীম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)। অতঃপর দিল্লি অধিকার করেন মুগল সম্রাট জাহির-উদ-দীন বারব (১৫২৬-১৫৩০) তারপর বাবর-পুত্র সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৪০)।
• সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শহ্ (১৫৩১-৩২-১৫৩৩)	
• সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮)	

(ট) আফগান শাসন আমল (১৫৩৯-১৫৭৫ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• জাহাঙ্গীর কুলী বেগ (১৫৩৯-১৫৪০)	সম্রাট হুমায়ুন। সুলতান ফরীদ-উদ-দীন শের শাহ্ (১৫৪০-১৫৪৫)। শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ্ (১৫৪৫-৫৪)।
• শামস-উদ-দীন মুম্মদ খান সুর (১৫৪৫-১৫৫৫)	সম্রাট হুমায়ুন। (১৫৫৫-১৫৬)। সম্রাট জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)
• সুলতান গিয়াস উদ-দীন বাহাদুর শাহ্	–ঐ–
• সুলতান গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ্ (১৫৬০-১৫৬৩)	সম্রাট জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)
• সুলতান গিয়াস-উদ-দীন (১৫৬৩-১৫৬৪)	–ঐ–
• সুলতান তাজ খান কররানী (১৫৬৪-১৫৬৫)	–ঐ–
• সুলতান খান কররানী (১৫৫৬-১৫৭২)	–ঐ–
• দাউদ খান কররানী (১৫৭২-১৫৭৫)	–ঐ–

(ঠ) মুগল সাম্রাজ্যের অধীনে সুরে বাংলা (১৫৭৬-১৭১৭ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	তখন দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট
• সুবাদার হোসেইন কুলী (১৬৭৬-১৫৭৮)	–ঐ–
• সুবাদার মুজাফ্ফর খান তুরবতী (১৫৭৯-৮০)	–ঐ–
• সুবাদার খান-ই-আযম মির্যা আযীয কোকাহ্ (১৫৮১-১৫৮৩)	–ঐ–
• সুবাদার শাহ্বাজ খান (১৫৮৩-১৫৮৫)	–ঐ–
• সুবাদার সাদেক খান (১৫৮৫-১৫৮৬)	ঐ–
• সুবাদার সাঈদ খান (১৫৮৭-১৫৯৪)	ঐ–
• সুবাদার রাজা মানসিংহ (১৫৯৪-১৬০৬)	ঐ–

• সুবাদার শেখ কুতুব-উদ-দীন খান কোকাহ্ (১৬০৬-১৬০৭)	১৬০৫ সালে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নুর-উদ-দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বা জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)।
• সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলী (১৬০৭-১৬০৮)	
• সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩)	
• সুবাদার শেখ কাশেম খান চিশ্তী (১৬১৩-১৭)	–ঐ–
• সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহ্ জং (১৬১৭-২৫)	–ঐ–
• সুবাদার দারার খান (১৬২৪-১৬২৫)	–ঐ–
• সুবাদার মহব্বত খান (১৬২৫-১৬২৬)	–ঐ–
• সুবাদার শেখ মুকাররম খান চিশ্তী (১৬২৬-১৬২৭)	সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র (শাহ্যাদা খুররম)
• সুবাদার মির্যা হেদায়েতুল্লাহ ফিদাই খান (১৬২৭-১৬২৮)	আবুল মুজাফ্ফর শিহাব-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্জাহান (১৬২৭-১৬৫৮)।
• সুবাদার কাশেম খান জুইনী (১৬২৮-৩২)	–ঐ–
• সুবাদার মীর মুহম্মদ বকর আযম খান (১৬৩২-১৬৩৫)	–ঐ–
• সুবাদার ইসলাম খান মাশ্হাদী (১৬৩৫-১৬৩৯)	সম্রাট মুহি-উদ-দীন মুহম্মদ আওরঙ্গযেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭)।
• সুবাদার শাহ্যাদা শুজা (১৬৩৯-১৬৬০)	–ঐ–
• সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩)	–ঐ–
• সুবাদার শায়েস্তা খান (১৬৬৩-১৬৭৮)	–ঐ–
• সুবাদার ফিদাই খান (১৬৭৮ সাল)	–ঐ–
• সুবাদার শাহ্যাদা মুহম্মদ আযম (১৬৭৮-১৬৭৯)	–ঐ–
• সুবাদার শায়েস্তা খান (১৬৭৯-১৬৮৮)	–ঐ–
• সুবাদার খান-ই-জাহান (১৬৮৮-১৬৮৯)	–ঐ–
• সুবাদার ইবরাহীম খান (১৬৮৯-১৬৯৭)	–ঐ–
• সুবাদার আযীম-উশ্-শান (১৬৯৭-১৭১২)	সম্রাট শাহ্ আলম বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-১৭১২)।
• সুবাদার খান-ই-আলম	সম্রাট জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৭১৩ জানুয়ারি)
• সুবাদার দ্বিতীয় মীর জুমলা (অনুপস্থিত) (১৭১৩-১৭১৭)	সম্রাট ফররুখসিয়র (১৭১৩-১৭১৮)